পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

বনাম

ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু এবং অন্যান্য।

(২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১৮১)

১৮ অক্টোবর, ২০১৯

[বিচারপতিদ্বয়, ইন্দু মালহোত্রা এবং আর. সুভাষ রেড্ডি]

পেনাল কোড, ১৮৬০ – ধারা ৩০৬ তৎসহ ধারা ৩৪ - আত্মহত্যার প্ররোচনা - যখন নয় - ভিকটিম, প্রকৃত অভিযোগকারীর মেয়ে চিত্রশিল্পী এবং শিল্পী ছিলেন - ইংরেজিতে তার দক্ষতা বাড়াতে, প্রথম উত্তরদাতাকে তার ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল - উত্তরদাতা নং. ২ এবং ৩ প্রথম উত্তরদাতার বাবা-মা - ভিকটিম এবং প্রথম উত্তরদাতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল - অভিযোগকারীর অভিযোগ যে ভিকটিম এবং প্রথম উত্তরদাতা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভিকটিম প্রথম উত্তরদাতার বাড়িতে গিয়েছিল ০৫.০৩.০৪ তারিখে বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে - কথিতভাবে যখন সে তার বাড়িতে যায়, তখন উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ বেরিয়ে এসে চিৎকার করে, ভিকটিমকে কল-গার্ল বলে সম্বোধন করে - ০৬.০৩.০৪ তারিখে ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে - অভিযোগ - শীট উত্তরদাতা নং ১-৩ বিরুদ্ধে দায়ের. - উত্তরদাতারা নং ১-৩ ডিসচার্জের জন্য আবেদন দাখিল করেছেন - প্রত্যাখ্যান - তারপরে, উত্তরদাতারা উপ ধারা এর আধিনে ৪৮২, ফৌজদারি কার্যবিধি - হাইকোর্ট উত্তরদাতাদের ট্রায়াল কোর্টের সামনে সমস্ত পয়েন্ট উত্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন - অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে বিবাদীরা আপত্তি উত্থাপন করেছেন এবং দাবি করেছেন যে কোনও অভিযোগ গঠনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা হয়নি - অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক এই আপত্তিগুলি বাতিল করেছেন অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অভিযোগ গঠন করা যেতে পারে হাইকোর্ট বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা আবেদনের অনুমতি দিয়েছে - আপিলের উপর,

আদেশ: উত্তরদাতাদের অভিযোগের জন্য অগ্রসর হতে চাওয়া হয় উপ ধারা ৩০৬/৩৪ এর অধীনে। মূলত লেখা আত্মহত্যার চিঠির উপর নির্ভর করে মৃত মেয়ের দ্বারা এবং তদন্তের সময় রেকর্ড করা জবানবন্দি - এমনকি প্রকৃত অভিযোগকারী, উত্তরদাতা নং. ২ এবং ৩-এর মামলা অনুসারে, প্রথম উত্তরদাতার বাবা-মা মৃত মেয়েটিকে কল-গার্ল বলে ডাকতে চিৎকার করেছিলেন - এই জাতীয় উপাদান। উপ ধারা ৩০৬/৩৪- এর আধিনে। অপরাধের অভিযোগ গঠন করে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় - তাত্ক্ষণিক মামলায় উত্তরদাতাদের দ্বারা সংঘটিত প্ররোচনার কোনো চিত্র উপস্থাপন করা হয় না - ভুক্তভোগীর দ্বারা আত্মহত্যা করাকে কোনো কর্মের ফলাফল বলা যায় না উত্তরদাতাদের অংশে এবং এটি হতে পারে না।

অভিযোগকারী বলেছেন যে উত্তরদাতাদের পদক্ষেপের কারণে ভুক্তভোগীর দ্বারা আত্মহত্যার ঘটনাটি তার জন্য উন্মুক্ত একমাত্র পথ ছিল – ভিকটিমকে আত্মহত্যা করার জন্য কোনও উত্তরদাতাদের দ্বারা কোনও বিভ্রান্তিকর বা অনুরোধ বা অনুপ্রেরণা ছিল না, আপিল ওয়ারেন্টিং হস্তক্ষেপে কোনও যোগ্যতা নেই হাইকোর্টের যুক্তিযুক্ত রায় - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ -ধারা। ৪০১, ৪৮২।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ: ১. উত্তরদাতাদের ধারা ৩০৬/৩৪, ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে অভিযোগের জন্য অগ্রসর হতে চাওয়া হয়েছে, মূলত মৃত মেয়ের লেখা আত্মহত্যার চিঠি এবং তদন্তের সময় রেকর্ড করা বিবৃতিগুলির উপর নির্ভর করে। এমনকি প্রকৃত অভিযোগকারীর মামলা অনুযায়ী, উত্তরদাতা নং. নিহত ২ এবং ৩ জনের বাবা-মা প্রথম উত্তরদাতাকে দেখে চিৎকার করে মেয়েকে ফোন করে। এটি ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে ঘটে এবং ০৬.০৩.২০০৪ তারিখে মৃত মেয়েটি আত্মহত্যা করে। রেকর্ডে রাখা উপাদান বিবেচনা করে, বর্তমান মামলাটি উত্তরদাতাদের দ্বারা সংঘটিত প্ররোচনার কোনো চিত্র উপস্থাপন করে না। ভুক্তভোগীর আত্মহত্যাকে উত্তরদাতাদের কোনো পদক্ষেপের ফল বলা যাবে না বা এটাও বলা যাবে না যে উত্তরদাতাদের পদক্ষেপের কারণে ভিকটিম কর্তৃক আত্মহত্যা করাই একমাত্র তার জন্য খোলা ছিল। ভিকটিমকে আত্মহত্যা করার জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ বা অনুনয় বা অনুপ্রেরণা ছিল না। ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে মৃত ব্যক্তি প্রথম উত্তরদাতার প্রাঙ্গণে গেলে তার বাবা-মা উত্তরদাতা ন. ২ এবং ৩ জন তাকে কল-বালিকা বলে সম্বোধন করে। এই ধরনের উপাদান ধারার ৩০৬/৩৪ ভারতীয় দণ্ডবিধি অধীনে অপরাধের অভিযোগ গঠন করে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ভিকটিমকে আত্মহত্যা করার জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ বা অনুনয় বা অনুপ্রেরণা ছিল না। প্ররোচনার অনুমান আঁকতে এটি সমস্ত ঘটনা এবং মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত কাজগুলি আত্মহত্যার প্ররোচনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ গঠন করবে কিনা তা এমন একটি বিষয় যা বাস্তবে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং প্রতিটি মামলার পরিস্থিতি হাইকোর্টের যুক্তিযুক্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য এই আপিলের কোন যোগ্যতা পাওয়া যায় নি। [আনুছেদ ১১ , ১৩ , ১৬ এবং ১৭] [৪৯৪ - ই - জি ; ৪৯৫ - জি; ৪৯৬ – এ ; ই - জি]

সোমা চক্রবর্তী বনাম। রাজ্য (২০০৭) ৫ এসসিসি ৪০৩ : [২০০৭] ৬ এসসিআর ৩২৪ ; ভারতের ইউনিয়ন বনাম প্রফুল্ল কুমার সামল (১৯৭৯) ৩ এসসিসি ৪ : [১৯৭৯] ২ এসসিআর ২২৯ ; চিত্রেশ কুমার চোপড়া বনাম। দিল্লির রাজ্য (এনসিটি) (২০০৯) ১৬ এসসিসি ৬০৫ : [২০০৯] ১৩ এসসিআর ২৩০ - প্রযোজ্য নয়।

রমেশ কুমার বনাম। ছত্তিশগড় রাজ্য (২০০১) ৯ এসসিসি ৬১৮ [২০০১] ৪ এসউপিপিএল। এসসিআর ২৪৭; স.ঞ্জু ওরফে সঞ্জয় সিং সেঙ্গার বনাম। এম.পি রাজ্য (২০০২) ৫ এসসিসি ৩৭১ : [২০০২] ৩ এসসিআর ৬৬৮ ; স্বামী প্রহলাদ্দাস বনাম। এম.পি রাজ্য এবং আরেকজন। ১৯৯৫ সাপ (৩) এসসিসি ৪৩৮ এর উপর নির্ভর করে।

কেস আইন রেফারেন্স

[২০০৭] ৬ এসসিআর ৩২৪	অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত	প্যারা ৮
[১৯৭৯] ২ এসসিআর ২২৯	অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত	প্যারা ৮
(১৯৯৫) সউপিপি। (৩) এসসিসি ৪৩৮	উপর নির্ভরশীল	প্যারা ১০
[২০০১] ৪ সাপ্ল। এসসিআর ২৪৭	উপর নির্ভরশীল	প্যারা ১২
[২০০২] ৩ এসসিআর ৬৬৮	উপর নির্ভরশীল	প্যারা ১৩
[২০০৯] ১৩ এসসিআর ২৩০	অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত	প্যারা ১৬

ফৌজদারি আপিলের বিচার বিভাগ : ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১৮১।

কলকাতার হাইকোর্টের ৩০.০৭.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে এস.আর.আর. নং। ৩৪৭৩ এর ২০০৮।

সুহান মুখার্জি, শ্রীমতি আস্থা শর্মা, প্রস্তুত এম. ডালভি, অমিত ভার্মা, অভিষেক মানচন্দ, শ্রীমতি। কাজল দালাল, নবীন কুমার (শ্রীমতি। পিএলআর চেম্বার্স এবং কোং এর জন্য), অ্যাডভার্সিটি। আপিলকারীর জন্য।

পীযূষ রায়, শ্রীমতি কাকলি রায়, বিষ্ণু প্রসাদ তিওয়ারি, মিথিলেশ কুমার সিং, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়

বিচারপতি, আর. সুভাষ রেড্ডি

১. ২০০৮ সালের এস.আর.আর. নাম্বার। ৩৪৭৩ এর ২০০৮ এ কলকাতার হাইকোর্টের ৩০.০৭.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিলটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, স্বরাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমে করা হয়েছে৷

২. অপ্রমাণিত আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতা - অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪ সহ ধারা ৩০৬ অধীনে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল। ভুক্তভোগী, প্রকৃত অভিযোগকারীর মেয়ে একজন চিত্রশিল্পী ও শিল্পী ছিলেন। ইংরেজিতে তার দক্ষতা বাড়াতে, প্রথম উত্তরদাতাকে তার ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। উত্তরদাতা সংখ্যা ২ এবং ৩ জন তার বাবা-মা। কোচিং চলাকালীন ভিকটিম ও প্রথম উত্তরদাতা ইন্দ্রজিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। অভিযোগকারীর অভিযোগ, নিহত ভিকটিম ও প্রথম উত্তরদাতা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে ভিকটিম ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে প্রথম বিবাদীর বাড়িতে যায়। অভিযোগ, ভিকটিম প্রথম উত্তরদাতার বাড়িতে গেলে উত্তরদাতার নং । ২ এবং ৩ যারা প্রথম উত্তরদাতার বাবা-মা বেরিয়ে এসে চিৎকার করে নির্যাতিতাকে ডাক-বালিকা বলে সম্বোধন করেন। উত্তরদাতা নং দ্বারা উচ্চারিত শব্দ ২ এবং ৩, প্রকৃত অভিযোগকারীর মতে "তুমি একজন কল-গার্ল, আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করবে কেন, আমরা আমাদের ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দেবো"। অভিযোগে করা হয়েছে, ওই সময় প্রথম উত্তরদাতা তার বাবা-মায়ের সংস্করণের প্রতিবাদ না করায় তার মেয়ে বাড়ি ফিরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ০৬.০৩.২০০৪ তারিখে প্রায় ১.০০ টা পি.এম. -এ নিহত ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছিল।

৩. প্রকৃত অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৬ এর অধীনে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে জোড়াবাগান থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং তারপরে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল৷

৪. দুটি সুইসাইড নোট ছিল। একটি সুইসাইড নোটে নিহত ব্যক্তি জানিয়েছেন, প্রথম উত্তরদাতার বাবা-মা তাকে কল-গার্ল বলে মূর্খ ভাষায় গালিগালাজ করেন। অন্য একটি নোটে, যা প্রথম উত্তরদাতাকে সম্বোধন করা হয়েছিল, বলেছে যে প্রথম উত্তরদাতার বাবা তাকে কল-গার্ল হিসাবে কলঙ্কিত করেছিলেন এবং প্রথম উত্তরদাতা এই ধরনের উচ্চারণে সাড়া দেয়নি। আরও বলা হয়েছে যে প্রথম উত্তরদাতা একজন কাপুরুষ। তদন্ত পরিচালনার পর, তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৬/৩৪ এর অধীনে চার্জশিট দাখিল করা হয়। মামলাটি ৭তম ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, দায়রা আদালত, কলকাতা, ২০০৬ সালের দায়রা মামলা নং ১১ হিসাবে সংখ্যাযুক্ত ছিল।

৫. অভিযুক্ত - উত্তরদাতারা আগে খালাসের জন্য আবেদন করেছিলেন, ১৯.০৪.২০০৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ট্রায়াল কোর্ট তা প্রত্যাখ্যান করেছিল৷ তারপরে, উত্তরদাতারা ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছে। হাইকোর্টের সামনে সি.আর.আর. নং.১৮১৭ এর ২০০৭ যা বিবাদীদের নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল অভিযুক্তদের বিজ্ঞ বিচার আদালতের সামনে সমস্ত পয়েন্ট উত্থাপন করার জন্য। অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে উত্তরদাতারা আপত্তি উত্থাপন করেছেন দাবি করেছেন যে কোনও মামলা হয়নি

তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০৬/৩৪ এর অধীনে কথিত অপরাধের জন্য চার্জ গঠন করা। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ০৪.০৯.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের আপত্তি বাতিল করে দেখেছেন যে যেহেতু অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই চার্জ গঠন করা যেতে পারে। আদেশে দেখা গেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৬ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লিখিত আদেশের বিরুদ্ধে, উত্তরদাতারা ধারা ৪০১/৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে আবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সি.আর.আর. নং। ৩৪৭৩ এর ২০০৮।

৬. অপ্রীতিকর আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করে যে মৃত ব্যক্তিকে কল-গার্ল, হিসাবে আখ্যায়িত করে, এমন কোনও উচ্চারণ ছিল না যাকে প্ররোচনা, প্ররোচনা বা অনুনয় বা প্ররোচনা, মৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করার কাজ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই আদালত কর্তৃক স্থির করা মামলা আইনের উল্লেখ করে যেখানে অনুরূপ উচ্চারণ যেমন, "যাও এবং মারা যাও" প্ররোচনার জন্য একটি অপরাধ গঠন করে না, উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা আবেদনের অনুমতি দেয়। এই আদেশে দেখা গেছে যে অভিযুক্তের কাজ বা আচরণ, যতই অপমানজনক এবং অপমানজনক হোক না কেন, আত্মহত্যার প্ররোচনা গঠনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদি না তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন পরামর্শ দিতে সক্ষম হয় যে অভিযুক্তের উদ্দেশ্য এই ধরনের কাজ, পরিণতি। আত্মহত্যার এ বিষয়ে মামলা আইন নিয়ে আলোচনা করে হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বহাল রেখে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং আসামিদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন।

৭. আমরা শুনেছি শ্রী সুহান মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ কৌঁসুলি এবং শ্রী পীযূষ রায়, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

৮. এই আপীলে প্রধানত আপীলকারীর বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছে স্টেট যে প্রকৃত অভিযোগকারী প্রথম উত্তরদাতাকে একজন ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন মৃত ভুক্তভোগীর ইংরেজির উন্নতির জন্য। ভিকটিম ১নং আসামীর বাড়িতে আসত এবং ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটি দাখিল করা হয় যে ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে, ভুক্তভোগী বিয়ের তারিখ চূড়ান্ত করার জন্য অভিযুক্তের সাথে দেখা করার সময়, উত্তরদাতা নং. ২ এবং ৩ আসামীর বাবা-মা চিৎকার করে ভিকটিমকে কল-মেয়ে বলে। নির্যাতিতা বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে এবং তার বোন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে এই বলে যে তারা অভিযুক্তের সাথে কথা বলবে যাতে তাদের বিয়ে হয়। দাখিল করা হয় যে পরের দিন অর্থাৎ ০৬.০৩.২০০৪ তারিখে তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। দাখিল করা হয় যে সুইসাইড নোট থেকে এটা স্পষ্ট যে অভিযুক্ত উত্তরদাতারা ভিকটিম মেয়ের আত্মহত্যার জন্য দায়ী। এটি জমা দেওয়া হয়

যে তাদের আচরণ এবং উচ্চারণ দ্বারা তারা অপরাধে প্ররোচিত করেছে, যেমন তাদের বিরুদ্ধে ধারা ৩০৬/৩৪ ভারতীয় দণ্ডবিধি অপরাধের জন্য যথাযথভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও নথিভুক্ত বিষয়বস্তু বিবেচনা না করেই হাইকোর্ট বিবাদীদের দায়ের করা আবেদন মঞ্জুর করেছেন। রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তির সমর্থনে সোমা চক্রবর্তী বনাম রাজ্য[১] এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম প্রফুল্ল কুমার সামল[২]।

৯. অন্যদিকে, জবাবে, অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী - উত্তরদাতারা দাখিল করেছেন যে এই আপিলের মুলতুবি থাকাকালীন, দ্বিতীয় উত্তরদাতা মারা গেছেন, কারণ এই ধরনের আপিল যতদূর তিনি উদ্বিগ্ন তা স্থগিত রয়েছে। আরও, এটি বলা হয়েছে যে আইপিসি ধারা ৩০৬/৩৪ এর অধীনে অপরাধের জন্য উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের কোনও উপাদান না থাকায়, হাইকোর্ট যুক্তিযুক্ত আদেশ দ্বারা তাদের আবেদনের অনুমতি দিয়েছে এবং এতে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই।

১০. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শোনার পর, আমরা হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত বিরোধিত আদেশ এবং রেকর্ডে রাখা অন্যান্য উপাদানগুলি বিবেচনা করেছি।

১১. রেকর্ডে রাখা উপাদান থেকে, এটা স্পষ্ট যে উত্তরদাতাদের ধারা ৩০৬/৩৪ এর অধীনে অভিযোগের জন্য অগ্রসর হতে চাওয়া হয়েছে মূলত মৃত মেয়ের লেখা আত্মহত্যার চিঠি এবং তদন্তের সময় রেকর্ড করা বিবৃতির উপর নির্ভর করে৷ এমনকি প্রকৃত অভিযোগকারীর মামলা অনুযায়ী, প্রথমে উত্তরদাতা ২ এবং ৩ জন নিহত মেয়ের বাবা-মাকে চিৎকার করে ডেকে বলে কল গার্ল। এটি ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে ঘটে এবং ০৬.০৩.২০০৪ তারিখে মৃত মেয়েটি আত্মহত্যা করে। রেকর্ডে রাখা উপাদান বিবেচনা করে, আমরা আরও মনে করি যে বর্তমান মামলাটি উত্তরদাতাদের দ্বারা কথিত প্ররোচনার কোনো চিত্র উপস্থাপন করে না। ভুক্তভোগীর আত্মহত্যাকে উত্তরদাতাদের কোনো পদক্ষেপের ফল বলা যাবে না বা এটাও বলা যাবে না যে উত্তরদাতাদের পদক্ষেপের কারণে ভিকটিম কর্তৃক আত্মহত্যা করাই একমাত্র তার জন্য খোলা ছিল। ভিকটিমকে আত্মহত্যা করার জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ বা অনুনয় বা অনুপ্রেরণা ছিল না। স্বামী প্রহলাদ্দাস বনাম এম.পি রাজ্যের ক্ষেত্রে এবং আরেকজন[৩] এই আদালত " থেকে" মত উচ্চারণ বিবেচনা করার সময়

১ (২০০৭) ৫ এসসিসি ৪০৩

২ (১৯৭৯) ৩ এসসিসি ৪ ।

১৯৯৫ এসউপিপি (৩) এসসিসি ৪৩৮

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় "যাও এবং মারা যাও" স্বামীর দ্বারা উচ্চারণ করা হয় যে এই ধরনের শব্দ উচ্চারণ আত্মহত্যার সরাসরি কারণ নয়। এমন পরিস্থিতিতে, পূর্বোক্ত রায়ে এই আদালত বলেছে যে দায়রা বিচারক আপিলকারীকে তলব করতে ভুল করেছেন। বিচারের মুখোমুখি হন এবং কার্যধারা বাতিল করেন।

১২. রমেশ কুমার বনাম ছত্তিশগড় রাজ্যের মামলার রায়ে এই আদালত ধারা ৩০৬ এর সুযোগ এবং আইপিসি ১০৭ ধারায় বর্ণিত উপাদানগুলিকে প্ররোচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বিবেচনা করেছে৷ "প্ররোচনা" শব্দটি ব্যাখ্যা করার সময়, এটি অনুচ্ছেদ ২০-এ নিম্নরূপ রাখা হয়েছে:

" ২০. প্ররোচনা হল "একটি কাজ" করতে উদ্‌বুদ্ধ করা, সামনের দিকে তাগিদ দেওয়া, উস্কানি দেওয়া, প্ররোচিত করা বা উত্সাহিত করা। প্ররোচনার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, যদিও এটি প্রয়োজনীয় নয় যে প্রকৃত শব্দগুলি সেই প্রভাবে ব্যবহার করা আবশ্যক বা যা উসকানি গঠন করে তা অবশ্যই এবং বিশেষভাবে পরিণতির ইঙ্গিতপূর্ণ হতে হবে। তবুও একটি যুক্তিসঙ্গত নিশ্চিততা বানান আউট হতে সক্ষম হতে হবে ফলাফল উদ্দীপিত. বর্তমানটি এমন কোনো মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার কৃতকর্ম বা বাদ দিয়ে বা ক্রমাগত আচরণের মাধ্যমে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মৃত ব্যক্তির আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে ক্ষেত্রে একটি প্ররোচনা অনুমান করা যেতে পারে। ক্ষোভ বা আবেগের বশবর্তী হয়ে উচ্চারিত একটি শব্দ বাস্তবিকভাবে অনুসরণ করার ফলাফলের উদ্দেশ্য না করে তাকে প্ররোচনা বলা যায় না।"

১৩. একইভাবে সঞ্জু আলিয়াস সঞ্জয় সিং সেঙ্গার বনাম এম.পি.৫ রাজ্যের মামলার রায়ে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনও ঝগড়া হয়েছে যেখানে স্বামী মৃতকে "যাও এবং মরতে" বলেছে, এটি আদালত বলেছে যে আত্মহত্যার দুই দিন পরের ঘটনাটি ঝগড়ার কাছাকাছি ছিল না যদিও সুইসাইড নোটে মৃত ব্যক্তির নাম ছিল এবং আত্মহত্যাটি সরাসরি ঝগড়ার ফলাফল নয় যখন আপীলকারী অশালীন ভাষা ব্যবহার করে এবং মৃতকে গিয়ে মরতে বলেছিল। উপরে উল্লিখিত রায়গুলি উত্তরদাতাদের মামলাকে সমর্থন করে, ব্যতীত যে ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে মৃত ব্যক্তি যখন প্রথম উত্তরদাতার প্রাঙ্গনে গিয়েছিলেন, তার পিতামাতা যারা উত্তরদাতা ন. ২ এবং ৩ জন তাকে কল-বালিকা বলে সম্বোধন করে। একই সময়ে উপরে উল্লিখিত রায়গুলিকে প্রয়োগ করে আমরা মনে করি যে এই ধরনের উপাদান অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়

৪ (২০০১) ৯ এসসিসি ৬১৮

৫ (২০০২) ৫ এসসিসি ৩৭১

ধারা ৩০৬/৩৪ ভারতীয় দণ্ডবিধি অধীনে একটি অপরাধ। বিষয়বস্তু থেকে এটাও স্পষ্ট যে ভিকটিমকে আত্মহত্যা করার জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে কোনো প্ররোচনা বা অনুরোধ বা প্ররোচনা ছিল না।

১৪. আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী - রাষ্ট্র সোমা চক্রবর্তী (সুপ্রা), এর মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছে যেখানে এই আদালত বলেছে যে যখন এটি দেখানোর মতো উপাদান থাকে যে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে তা অভিযোগ গঠন করতে পারে এবং রেকর্ডে থাকা উপাদানের সম্ভাব্য মূল্য ট্রায়াল কোর্টের আগে পর্যায়ে যেতে পারে না।

১৫. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম প্রফুল্ল কুমার সামাল (সুপ্রা) মামলার রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে এই আদালত বলেছে যে বিচারক অভিযোগ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় প্রমাণগুলি যাচাই করার এবং ওজন করার নিঃসন্দেহে ক্ষমতা রাখেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা করা হয়েছে কি না তা জানার সীমিত উদ্দেশ্য।

১৬. দিল্লির চিত্রেশ কুমার চোপড়া বনাম রাজ্য (এনসিটি) মামলায় রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর রায়ের উপর নির্ভর করে, এই আদালত বলেছে যে যেখানে অভিযুক্ত তার ক্রিয়াকলাপ বা ক্রমাগত আচরণ দ্বারা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যে মৃত ব্যক্তির আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, একটি "প্ররোচনা" অনুমান করা যেতে পারে। প্ররোচনার অনুমান আঁকতে এটি সমস্ত ঘটনা এবং মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত কাজগুলি আত্মহত্যার প্ররোচনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ গঠন করবে কিনা তা একটি বিষয় যা ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই আমরা মনে করি যে রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলির উপর নির্ভর করা রায়গুলি তার যুক্তি সমর্থন করতে সহায়তা করবে না৷

১৭. উল্লিখিত কারণে, আমরা এই আপিলের কোন যোগ্যতা খুঁজে পাই না যাতে উচ্চ আদালতের যুক্তিযুক্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করা যায়। তদনুসারে, এই আপিল খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে আপিল খারিজ।

(২০০৯) ১৬ এসসিসি ৬০৫

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।